বরই এর বিস্তারিত চাষ পদ্ধতি

খরিফ- ১

ফসল : বরই

জাতের নাম : বি ইউ কুল-১

জনপ্রিয় নাম : আপেল কুল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : পাকলে সিঁদুর রাঙ্গা রং হয়। ফল অত্যন্ত সুস্বাদু, মিষ্টি ও দৃষ্টিনন্দন।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বাউ কুল ৩

জনপ্রিয় নাম : বার্মি কুল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল বড়, ডিম্বাকার, হলুদ রং হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। ব্রিক্স মান ২২-২৪%। নিয়মিত ফলধারী জাত, প্রতিটি কুলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। মিষ্টতা ১৯-২০।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বাউ কুল ২

জনপ্রিয় নাম : শাহ কুল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল বড়, ডিম্বাকার, হলুদ রং হয়। সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। ব্রিক্স মান ২২-২৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বাউ কুল ১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল বড়, ডিম্বাকার। পাকা ফল চকচকে হলুদাভ রং হয়, রসালো ও মিষ্টি। সারাদেশে চাষাবাদের উপযোগী। ব্রিক্স মান ১৮-২১%। বছরে ২ বার ফল দেয়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ- মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বারি কুল ৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফল বড়, গোলাকার, হলুদাভ সবুজ রং হয়, রসালো ও মিষ্টি। সারাদেশে চাষাবাদের উপযোগী। ব্রিক্স মান ১৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮৮ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২২-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বারি কুল ২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : দেখতে বেশ মাঝারি (৩৪ গ্রাম), খেতে সুস্বাদু। খোসা পাতলা, পাকার পর হলুদাভ রং হয়। উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী। ব্রিক্স মান ১১.৫%। বীজ ছোট।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭২ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮-২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ-মধ্য চৈত্র ও মধ্য শ্রাবণ মধ্য ভাদ্র।

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য মাঘ/ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : বরই

জাতের নাম : বারি কুল ১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : দেখতে নারিকেলের মতো, দুপ্রান্ত সরু, মিষ্টি, সুস্বাদু। রাজশাহী, খুলনায় চাষাবাদের উপযোগী। ব্রিক্স মান ১২.৮%। ফল মাঝারি, গড় ওজন ২৩ গ্রাম, কচকচে ও মিষ্টি, বীজ ছোট।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০-১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ টি - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন

ফসল তোলার সময় : মধ্য পৌষ-মধ্য চৈত্র/ জানুয়ারি-মার্চ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

ফসল : বরই

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য উপযোগী পাকা কুলে ৭৩.২ গ্রাম জলীয় অংশ, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ২৩.৮ গ্রাম শ্বেতসার, ১১ মি.গ্রা ক্যালসিয়াম, ১.৮ মি.গ্রা লৌহ, ০.০২ মি.গ্রা ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মি.গ্রা ভিটামিন বি-২, ৫১ মি.গ্রা ভিটামিন সি ও ১০৪ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।

বীজ ও বীজতলা

ফসল : বরই

বর্ণনা : একটি আদর্শ বীজতলার পরিমান ১ মি. প্রস্থ এবং ৩ মি. দৈর্ঘ্য। কুলের জন্য পলিব্যগে অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করা হয়।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজের প্রকারভেদ

১। মৌল বীজ ২। ভিত্তি বীজ ৩। প্রত্যায়িত বীজ ৪। মানঘোষিত বীজ ৫। হাইব্রিড বীজ

বীজতলার প্রকারভেদ

১। শুকনো বীজতলা ২। ভেজা/কাদাময় বীজতলা ৩। ভাসমান বীজতলা ৪। দাপগ বীজতলা

ভাল বীজ নির্বাচন :

উচ্চফলনশীল জাতের বীজ বিশ্বস্থ বীজ বিক্রেতার নিকট হতে বায়ু নিরোধ প্যাকেটে রক্ষিত বীজ ক্রয় করতে হবে।

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

৩। সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ৫০ ভাগ মাটি ও ৫০ ভাগ পচানো গোবর ভালো করে মিশিয়ে ছাকানি দ্বারা ছেকে নিয়ে, সেভিন ডাস্ট দ্বারা মাটি জীবাণুমুক্ত করে পলিব্যাগে ভরে প্রতি ব্যাগে ১ টি বীজ বপন করতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : ১। বীজ বপনের পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজ গজানো তরান্বিত করার জন্য ঝাঝরা দিয়ে পানি দিতে হবে। ২। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং সকালে খুলে দিতে হবে। ৩। তাপমাত্রা বেশী হলে চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

ফসল : বরই

বর্ণনা : বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভিরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়।

চাষপদ্ধতি :

রোপণ দূরত্বঃ ৪-৬ মিটার

গর্তের আকারঃ সোয়া ২ হাত × সোয়া ২ হাত × সোয়া ২ হাত

গর্ত করার পর চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্ত প্রতি ২৫ কেজি পচা গোবর, টিএসটি, পটাশ ও জিপসাম সার প্রতিটি ২৫০ গ্রাম করে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। এ সময় গর্তের মাটি উলট পালট করে করে নিতে হবে। চারা রোপণের পর খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

রোগবালাইয়ের আক্রমন রোধে বীজ ও জমি শোধন করে নেয়া উত্তম।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

ফসল : বরই

মৃত্তিকা : উঁচু, পানি জমেনা এমন বেলে দোয়াঁশ থেকে দোয়াঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :
কুলগাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য নিয়মিত সার দেয়া দরকার। সারের পরিমাণ নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার ওপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের মাত্রা হলো-

গাছের বয়স (বছর)	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টি এস পি (গ্রাম)	এম ও পি (গ্রাম)
১-২	১০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৪	১৫	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬	২০	৭৫০	৭০০	৭০০
৭-৮	২৫	১০০০	৮৫০	৮৫০
৯ এর বেশি	৩০	১২০০	১০০০	১০০০

গাছে বর্ষার আগে আবার বর্ষার পরে জৈব সার, ইউরিয়া, টিএসপি ও এম ও পি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে শাবল দ্বারা গর্ত করে সার প্রয়োগ করুন। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-৩ মিটার দূর থেকে জায়গা জুড়ে সার প্রয়োগ করুন। বোরনের আভাবে ফলের গায়ে দাদের মত দাগ পড়ে, ফল বিকৃত হয়ে যায়। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম বোরিক এসিড(পাউডার) মিশিয়ে ১০ দিন পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসল : বরই

বর্ণনা : শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে সেচ দিন, এতে ফলের ফলন ও গুণগতমান ভাল হয়। চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করুন।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা রোপণের সময় মাটি শুকনো থাকলে মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিন। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ৮-১০ বার পানির প্রয়োজন হয়। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) পর্যন্ত ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করুন; এতে ফল ঝরা হ্রাস পাবে। ফল বড় হবে ও ফলন বাড়বে। গাছে সার প্রয়োগের পর এবং খরার সময় বিশেষ করে ফলের গুটি আসার সময় সেচ দিন।গোড়ার আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঢেলা ভেঙ্গে দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : তবে গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে। তাই দ্রুত পানি নিষ্কাশন করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

ফসল : বরই

আগাছার নাম : চাওরাপাতা আগাছা এবং দূর্বা, মুথা, ইত্যাদি

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় : আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এতে করে কুল গাছের ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় যাতে করে আগাছা বা অন্য কোন উদ্ভিদ না জন্মাতে পারে সেজন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে আলগা করে আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। বছরে অন্তত একবার লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে দিলে আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কমে যায়। কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : বরই

আগাছার নাম : ফোস্কা বেগুন, থানকুনি, উচুন্টি ইত্যাদি

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এতে করে কুল গাছের ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় যাতে করে আগাছা বা অন্য কোন উদ্ভিদ না জন্মাতে পারে সেজন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে আলগা করে আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। বছরে অন্তত একবার লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে দিলে আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কমে যায়। কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : বরই

আগাছার নাম : বিভিন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা ও পরগাছা স্বর্ণলতা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় এতে করে কুল গাছের ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় যাতে করে আগাছা বা অন্য কোন উদ্ভিদ না জন্মাতে পারে সেজন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে আলগা করে আগাছা বাছাই করে ফেলতে হবে। বছরে অন্তত একবার লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে চাষ করে দিলে আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা কমে যায়। কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ফসল : বরই

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : শিলা বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাবে সেভাবে নালা তৈরি করতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমি বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দেয়া যেতে পারে। চারা গাছ হেলে পড়ে গেলে সোজা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে চারা গাছে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : ইলেক্ট্রনিক গণ মাধ্যমে আবহাওয়া বার্তা শোনা। অথবা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া।

প্রস্তুতি : ফল পরিপক্ক হলে তা তুলে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : বরই

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি , খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে, বাগান পরিস্কার রাখতে হবে এবং বাগানের চারিদিকে উচু করে আইল বেধে রাখতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

মাটি ও ফল আসার অবস্তা বুঝে সেচ দিতে হবে।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : ইলেক্ট্রনিক গণ মাধ্যমে আবহাওয়া বার্তা শোনা। অথবা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া

প্রস্তুতি : সেচের পানির উৎস জানতে হবে, সেচ যন্ত্র জোগাড় করে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

ফসল : বরই

পোকার নাম : চেকার বিটল

পোকা চেনার উপায় : ধূসর রঙের বিটল জাতীয় পকা।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণাঙ্গ পোকা রাতে কচিপাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। বর্ষাকালে আক্রমণ বেশি হয়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা: সুমি আলফ/ সুমিনিয়ন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলি মিশিয়ে গাছের পাতায় ১০ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করুন। ক্লোরো পাইরিক্স কীটনাশক হলে ১০ লিটারে ৩০ মিলি মিশাতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গাছের আশে পাশে আগাছা পরিষ্কার রাখুন।

তথ্যের উৎস : ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফসল : বরই

পোকার নাম : ফলের মাছি

পোকা চেনার উপায় : লালচে বাদামি রঙের পোকা দেখতে মাছির মত।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া ফল ছিদ্র করে শাঁস খায়। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় ও ঝরে পরে।

আক্রমণের পর্যায় : ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি রিপকর্ড বা ৫ মিলি সিমবুশ/ ডেসিস মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে কারুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিচ্ছন্ন রাখা ও চাষ দিয়ে গ্রীষ্মকালে পুত্তলি ধ্বংস করা।

অন্যান্য : আক্রান্ত বাগান থেকে কুল কুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। কুল গাছে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ঝুলান।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ফসল : বরই

পোকার নাম : বরই/কুলের মিলিবাগ/ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ৩-৪ মিমি আকারের গোলাপি/ সাদা রঙের, ডিম্বাকার পেটের দিক খাঁজকাটা। গায়ে সাদা তুলার মতো আবরণ থাকে। এরা দল বেধে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতা, ফল ও ডালের রস চুষে নেয় ফলে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আক্রমণে পাতা, ফল ও ডালে সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়। অনেক সময় পিপঁড়া দেখা যায়। এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/ ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য : সাবান পানি স্প্রে করে প্রাথমিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

পোকার নাম : বরই/কুলের স্কেল/খোসা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ২-৩ মি.মি ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস আঁশের মতো।

ক্ষতির ধরণ : ছোট আকৃতির আঁইশের মতো এ পোকা গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য : সম্ভব হলে পোকাসহ আক্রান্ত অংশ অপসারণ করুন। হাত দিয়ে পিশে বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে পোকা নিচে ফেলে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

পোকার নাম : বরই/কুলের কুশন স্কেল পোকা

পোকা চেনার উপায় : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা দলবেধে গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : তুলার মত কুশন আকৃতির এ পোকা গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে । মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : সম্ভব হলে পোকাসহ আক্রান্ত অংশ অপসারণ করুন। হাত দিয়ে পিশে বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে পোকা নিচে ফেলে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

পোকার নাম : বরই/কুলের বাদামি বিছা/শুঁয়া পোকা

পোকা চেনার উপায় : হালকা হলুদ রঙের গায়ে হলদে রঙের শোঁঙ আছে। বড় বিছা গাঢ় বাদামি ও লাল। দেহে ঘন বাদামি লোমাবৃত। মাথা ও বুক উজ্জ্বল হলুদ কমলা এবং পেট ধুসর রঙের। সামনের পাখা বাদামি লালচে বাদামি ছোপযুক্ত।

ক্ষতির ধরণ : পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।এরা পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: কট বা রিপকর্ড বা সিমবুসা বা ফেনম বা আরিভো ১০ ইসি ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার পুরো গাছে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের ডালপালা ছেঁটে দিলে পরের বছর আক্রমনের সাম্ভাবনা কমে যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

ফসল : বরই

রোগের নাম : কুলের সুটিমোল্ড বা কালো ছাতা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায়, ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা খোসা পোকার আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য : আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

রোগের নাম : কুলের পাউডারি মিলডিউ রোগ/সাদা গুঁড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত আবরন দেখা যায় যা পরবর্তী সময়ে কাল বা বাদামী রং ধারন করে। এতে ফুল এবং ফল বাদামী রং ধারন করে এবং ঝরে পড়ে। ফলের পরিপক্ক অবস্থায় এ রোগের আক্রমণে ফল ফেটে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: কুমুলাক্স ডিএফ ৪০ গ্রাম বা সালফোলাক ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৫-৭ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

রোগের নাম : কুলের এনথ্রাকনোজ রোগ/ শুকনো ক্ষত রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : দাগ শুকনো ও শক্ত। ফল ফেটে যেতে পারে। ফলে কালচে দাগ পড়ে। ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফল শুকিয়ে যায় কেখনও কখনও অনেক দাগ একত্রিত হয়ে ফল পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য : আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : বরই

রোগের নাম : কুলের ফল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ফলের নিম্নপ্রান্তে হালকা ধূসর বাদামি দাগ দেখা যায়। অনেক সময় ফলের গায়ে বাদামি বলয় সৃষ্টি করে। এ রোগের আক্রমণে ফল পচে যায় ও ফলে বিষাক্ত আলফা টক্সিন উৎপন্ন হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা :

গাছে ফুল আসার সময় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইন্ডফিল এম-৪৫ ছাত্রাকনাশক মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত গাছ/বাগান পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিন। বাগান পরিষ্কার রাখুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল : বরই

ফসল তোলা : জাত অনুসারে মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র (জানুয়ারী থেকে মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই জরুরী। অপরিপক্ক ফল আহরণ করা হলে তা কখনোই কাংখিত মানসম্পন্ন হবে না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম ও মলিন রং এর হয়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুন নষ্ট হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী রং ধারণ করবে এবং গন্ধ ও স্বাদ কাংখিত অবস্থায় পৌছবে তখন কুল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সকাল বা বিকেলে ঠান্ডা আবহাওয়া ফল সংগ্রহ করুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : কাটা, দাগি, পোকা খাওয়া বা রোগাক্রান্ত, ছোট বড়, কাঁচা পাকা হিসেবে বাছাই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : কাঁচা/পাকা সরাসরি খাওয়া যায়। কাঁচা ও শুকনা/চাটনি/আচার হিসেবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারেন।

সংরক্ষণ : সাধারন তাপমাত্রায় বায়ু চলাচল ও অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

ফসল : বরই

বীজ উৎপাদন :

দু'ভাবে বংশবিস্তার করা যায়, যথাঃ বীজ থেকে এবং কলমের মাধ্যমে। বীজ থেকে চারা গজাতে হলে ভিজা গরম বালির ভেতর রেখে দিলে চারা তাড়াতাড়ি গজাবে অন্যথায় ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগবে। বীজ থেকে তৈরী চারায় গ্রাফটিং বা বাডিং করে কলম করা যায়। এক্ষেত্রে রুটস্টকের বয়স ৩ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য চৈত্র থেকে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) বাডিং করার উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে সায়ন সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত জাত ও রুটস্টক উভয়েরই পুরনো ডাল পালা ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ) ছাঁটাই করে দিতে হবে। অতঃপর নতুন শাখাকে বাডিং এর জন্য কাজে লাগাতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ: সাধারণত বীজ সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

ফসল : বরই

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বরই উৎপাদনকারী চাষি, বিএ ডিসি, ডিএ ই এর ও বেসরকারি উদ্যান নার্সারি বিএ ইউ, বিএ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন
সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সরকার ও বি এ ডি সি'র অনুমোদিত সার ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : কোদাল/খুরপি/নিড়ানি/কাঁচি/হাসুয়া

ফসল : বরই

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

বাজারজাতকরণ

ফসল : বরই

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : চটের থলে করে হাতে, মাঝারি ঝুড়ি করে মাথায় বা ভাড়ে, রিক্সা ভ্যানে, নৌকায় পরিবহণ।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ট্রলি, ট্রাক কাভার্ড ভ্যানে, ট্রলারে পরিবহণ।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বড় বাঁশের ঝুড়িতে বা প্লাস্টিক ক্রেটে ভরে চারদিক পাতলা চট দিয়ে পেঁচিয়ে/মুড়িয়ে চিকন সুতলি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বাজারজাত করুন।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : গ্রেডিং/ বাছাইয়ের পরে বাজারজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।